শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দেয়ার হুমকি, উদ্বেগ

ইবির পরীক্ষা বন্ধের দাবি জেএমবির ॥ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিপাকে ॥ নকল বোমা উদ্ধার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জঙ্গী সংগঠন জেএমবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভয়ে হল ছেড়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। অনুরূপভাবে কুমিল্লায় আটক এক জেএমবি নেতাকে ছেড়ে না দিলে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গাজীপুরে। এছাড়া দিনাজপুর সরকারী কলেজে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। এদিকে, কয়েক স্থান থেকে বোমাসদৃশ কিছু বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে ঐসব এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

ইবি : জেএমবির ইসলামী জঙ্গীরা এবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সকল বিভাগের ইনকোর্স ও কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা বন্ধের দাবিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর ডাকযোগে প্রেরিত একটি চিঠির মাধ্যমে এ হুমকি দেয়া হয়। বার বার জেএমবির হুমকির ঘটনায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক বেড়ে চলেছে। এর আগে শুক্রবার অর্থনীতি বিভাগে প্রেরিত অনুরূপ চিঠির মাধ্যমে হুমকি দেয়ায় উক্ত বিভাগের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেনা সদস্যরা পরে বস্তুটি উদ্ধার করে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, শনিবার সকালে কলেজ বাসটি কুমিল্লা শহর থেকে ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ইশাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজে যায়। ছাত্রছাত্রীরা বাস থেকে নামার সময় লাল ফিতা দিয়ে মোড়ানোর একটি বস্তু দেখতে পেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং বস্তুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বস্তুটিতে ২টি ব্যাটারী ও তার ছিল বলে সূত্র জানায়।

প্রসঙ্গত জঙ্গীরা গত ২ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে ডিসিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোমা হামলা চালিয়ে তিনটি ভবন উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। গত ৮ ডিসেম্বরও অর্থনীতি বিভাগে অনুরূপ হুমকি দিয়ে ওই বিভাগের শিক্ষকদের হত্যা ও বিভাগ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।

কুমিল্লা : কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত কুমিল্লা ইশাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের বাসে বোমাসদৃশ বস্তু দেখার পর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেনা সদস্যরা পরে বস্তুটি উদ্ধার করে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, শনিবার সকালে কলেজ বাসটি কুমিল্লা শহর থেকে ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ইশাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজে যায়। ছাত্রছাত্রীরা বাস থেকে নামার সময় লাল ফিতা দিয়ে মোড়ানোর একটি বস্তু দেখতে পেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং বস্তুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বস্তুটিতে ২টি ব্যাটারী ও তার ছিল বলে সূত্র জানায়।

বোমা উদ্ধার করে। মহিদুল ঢাকায় বসবাস করার কারণে তার বাড়িতে তিনটি পরিবার ভাড়া থাকে। ভাড়াটিয়া জনৈক রায়হানের স্ত্রী দীনা রায়হান সকালে প্রথমে বোমাসদৃশ বস্তুটি দেখতে পেয়ে লোকজন জড়ো করে। পরে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ তা উদ্ধার করে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত বোমাটি নকলও হতে পারে। ঘটনাস্থলের প্রতিবেশী প্রভাত চন্দ্রের ছেলে যতন চন্দ্র দাস (১২) জানায়, তোর রাতে বারান্দায় বসে পড়ার সময় ঘটনাস্থলের কাছে একটি মোটরসাইকেলে দুইজন আরোহীকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরে চলে যেতে দেখেছে।

অপরদিকে, শুক্রবার দুপুরে গাজীপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের পাশে পিটিআই ক্যাম্পাসে বোমাসদৃশ একটি বস্তু দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। এ সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি নকল বোমা উদ্ধার করে। ভিতরে বালি ও ইটের গুঁড়া দিয়ে বোমাসদৃশ করে কে বা কারা ওই স্থানে রেখে যায়। পুলিশ সুপার জানান, লোকজনের মাঝে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য একটি মহল ওই ঘটনা ঘটাচ্ছে।

সতর্কতায়। পরে খুলে দেখা যায় বড় জর্দার ও বিয়ারের কৌটায় শুধু মাটি ও ইটের গুঁড়া। সঙ্গে তার ও টিউবলাইটের স্টার্টারের সার্কিট। গোটা কৌটা লাল কাপড়ে ঢাকা।

নীলফামারী : নীলফামারী শহরের মমতাজ সিনেমা হলের সামনে অবস্থিত স্টার ভিডিও দোকানের পলিতে সুইচ সিস্টেম বোমা সদৃশ একটি বস্তু পাওয়া গেছে। শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পথচারীরা এটি দেখে পুলিশকে খবর দেয়। এ সময় শহরজুড়ে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে এলাকার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ বালতিভর্তি পানিতে ওই বোমাটি নিষ্ক্রিয় করতে ব্যবস্থা নিয়ে তা থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে সুইচ সিস্টেম এই বোমাটি নীলফামারী থানায় এনে রাখা হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে এটি বোমা নয়। বোমার মতো করে সুইচ, তার ও লালটেপ পেঁচিয়ে কেউ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

বগুড়া : বগুড়ার দুটি স্কুলে জেএমবির হুমকির পর শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এ্যান্ড কলেজে ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে ঐ হুমকি দেয়া হয়। হুমকির বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই আতঙ্কের জের ধরে স্কুলগুলোর সামনে স্কুল ছুটির আগেই সন্তানদের নিরাপত্তায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের ভিড় করতে দেখা যায়।

বাঁয়ে, পটুয়াখালী সদর ভূমি অফিসের সামনে বোমাসদৃশ বস্তু। মাঝে, বগুড়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের অপেক্ষা। ডানে, উক্ত স্কুলে জেএমবির হুমকির পর ছাত্রীদের অভিভাবকের কাছে পৌঁছে দেয় পুলিশ —জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ
11 DEC 2005